জনশুমারিতে তথ্য দিন পরিকল্পিত উন্নয়নে অংশ নিন

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২

প্রথম ডিজিটাল শুমারি

দেশব্যাপী ১৫-২১ জুন ২০২২

বিশেষ ক্রোড়পত্র

প্রকাশনায়: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায়: তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।
১ আষাঢ় ১৪২৯
১৫ জুন ২০২২

বাণী

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) কর্তৃক ১৫-২১ জুন, ২০২২ সময়ে ডিজিটাল পদ্ধতিতে দেশব্যাপী 'জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২' এর তথ্যসংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার পূরণ ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গঠনে প্রথম ডিজিটাল 'জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২' ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

শুমারিতে CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) পদ্ধতিতে তথ্যসংগ্রহ করা এবং তথ্যসংগ্রহ কার্যক্রমে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে তথ্যসংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণে স্বল্প সময়ের প্রয়োজন হবে। এছাড়া শুমারির গুণগতমান রক্ষা করে দ্রুততম সময়ে শুমারির প্রতিবেদন প্রকাশ করা সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস। সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ গঠনের লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ সর্বক্ষেত্রে সুষম ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে প্রমাণক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য নির্ভুল তথ্য-উপাত্ত থাকা আবশ্যক। রূপকল্প ২০৪১, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) সহ অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণে 'জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২' এর তথ্য-উপাত্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যভান্ডার হিসেবে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা রাখি।

জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হিসেবে জনশুমারি ও গৃহগণনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া বাংলাদেশে বসবাসকারী সকল নাগরিকের দায়িত্ব। সকলের সার্বিক সহযোগিতা ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে 'জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২' সফল ও সার্থক হোক- এ প্রত্যাশা করি।

প্রথম ডিজিটাল 'জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২' এর সকল কার্যক্রমের সফল হোক - এ কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর পূর্বাপর

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বিভিন্ন চড়াই-উতরাই পেরিয়ে বর্তমান ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরিত হচ্ছে। উন্নয়নের মহাসড়কে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে এদেশ। বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। করোনা মহামারিতে বিপর্যস্ত বিশ্বের অর্থনীতির চাকা পুনরায় সচল করতে তথ্যপ্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বর্তমান সরকারের বিভিন্ন ডিজিটাল উদ্যোগ মানুষকে দেখিয়েছে নতুন স্বপ্ন, নতুন পথ, জুগিয়েছে প্রেরণা। সরকার ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণে অবদান রাখার পাশাপাশি যুগের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে সময়োপযোগী, নির্ভুল তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এবারই প্রথম 'ডিজিটাল শুমারি' পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়নে নিয়োজিত পরিকল্পনাবিদ, নীতি-নির্ধারক, সরকারি-বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, এনজিও এবং সর্বোপরি জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য আর্থসামাজিক, জনতাত্ত্বিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাণিজ্য, জাতীয় হিসাব নিরূপণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশের গুরুদায়িত্ব জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা হিসেবে বিবিএস নিয়মিতভাবে পালন করে আসছে। নিয়মিত এসকল কার্যক্রমের মধ্যে জনশুমারি ও গৃহগণনা অন্যতম।

জনশুমারি ও গৃহগণনা বিশ্বের প্রায় সব দেশেই পরিচালিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপকভিত্তিক পরিসংখ্যানিক কার্যক্রম। স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৪ সালে, তখন দেশের মোট জনসংখ্যা ছিল ৭.১৫ কোটি। ২য় আদমশুমারি ও গৃহগণনা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮১ সালে এবং মোট জনসংখ্যা ছিল ৮.৯৯ কোটি। পরবর্তীতে দশ বছর পর্যাবৃত্তি অনুসরণপূর্বক দেশের ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম আদমশুমারি ও গৃহগণনা যথাক্রমে ১৯৯১, ২০০১, ও ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত হয় এবং দেশের মোট জনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১১.১৫ কোটি, ১৩.০৫ কোটি ও ১৪.৯৮ কোটি। বিগত শুমারিগুলোর তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রতি দশ বছরে গড়ে প্রায় ০২ কোটি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বের সকল শুমারিতে কাগজ-কলমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তবে তথ্য প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে ১৯৮১ ও ১৯৯১ সালে Optical Mark Reader (OMR), ২০০১ সালে Optical Mark Reader (OMR) ও Optical Character Reader (OCR) উভয়ই এবং সর্বশেষ ২০১১ সালে Intelligent Character Recognition (ICR) প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। এবারই প্রথমবারের মতো শুমারির তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম থেকে শুরু করে সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে।

২০১৩ সালে প্রণীত পরিসংখ্যান আইন এর মাধ্যমে 'আদমশুমারি ও গৃহগণনা'র নাম পরিবর্তন করে 'জনশুমারি ও গৃহগণনা' করা হয়। **১৫ হতে ২১ জুন ২০২২ সময়ে সারাদেশে ৬ষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে**। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনক্রমে ১৪ জুন ২০২২ তারিখ দিবাগত রাত ১২.০০ টা (শূন্য মূহুর্ত ১৫ জুন) 'শুমারি রেফারেন্স পয়েন্ট/সময়' হিসেবে এবং ১৫ থেকে ২১ জুন ২০২২ 'শুমারি সপ্তাহ' হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে।

জাতিসংঘের সংজ্ঞানুযায়ী, 'একটি দেশ বা সীমানাবেষ্টিত অঞ্চলের সকল ব্যক্তির জনতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশের সার্বিক প্রক্রিয়াই হলো জনশুমারি'। জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর মাধ্যমে মূলত দেশের প্রতিটি বাসগৃহ, খানা (Household) ও ব্যক্তির তথ্য সংগ্রহ করা হবে। শুমারির সামগ্রিক কার্যক্রম ৪ টি পর্যায়ে সম্পন্ন করা হচ্ছে। যথা: (১) শুমারির প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম (২) মূল শুমারি বা তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা (৩) শুমারি পরবর্তী যাচাই (পিইসি) জরিপ পরিচালনা এবং (৪) আর্থসামাজিক ও জনতাত্ত্বিক জরিপ পরিচালনা।

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ:

- দেশের প্রতিটি খানা ও খানার সদস্যগণকে গণনা করে মোট জনসংখ্যার হিসাব নিরূপণ;
- দেশের সকল বসতঘর/বাসগৃহের সংখ্যা নিরূপণ;
- দেশের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহ;
- স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণের নিমিত্ত তথ্য সরবরাহ; এবং
- জাতীয় সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ।

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২-এর মাধ্যমে দেশের সকল সাধারণ খানা, প্রাতিষ্ঠানিক খানা ও বস্তি খানা, ভাসমান/ছিন্নমূল জনগোষ্ঠী, খানার বাসগৃহের সংখ্যা ও ধরন, বাসগৃহের মালিকানা, খাবার পানির প্রধান উৎস, টয়লেট সুবিধা, বিদ্যুৎ সুবিধা, রান্নার জ্বালানির প্রধান উৎস, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, বৈদেশিক রেমিট্যান্স ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এছাড়াও গণনাকারীগণ খানায় বসবাসরত সদস্যদের জনতাত্ত্বিক ও আর্থসামাজিক তথ্য, যেমন- বয়স, লিঙ্গ, খানাপ্রধানের সাথে সম্পর্ক, বৈবাহিক অবস্থা, ধর্ম, প্রতিবন্ধিতা, শিক্ষা, কর্ম, প্রশিক্ষণ, মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহার, ব্যাংক/মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, জাতীয়তা, নিজ জেলা ইত্যাদি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করবেন।

এবারের শুমারিতে ডিজিটাল ডিভাইস ট্যাবলেট ব্যবহার করে Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। সহজে ও সুনির্দিষ্টভাবে শুমারির গণনা এলাকা চিহ্নিতকরণ এবং কোন খানা (Household) গণনা থেকে বাদ না পড়া বা একাধিকবার গণনা না হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Geographic Information System (GIS) ও Geocode সমন্বয় করে ডিজিটাল ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। এ ম্যাপ ব্যবহার করে সাময়িকভাবে নিযুক্ত গণনাকারীগণ (প্রায় ৩.৭০ লক্ষ) নির্ধারিত গণনা এলাকার প্রতিটি বাসগৃহ, খানা ও ব্যক্তির তথ্য সংগ্রহ করবেন। ডিজিটাল এ শুমারি বাস্তবায়নে সারাদেশে একযোগে তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহার হবে ৩ লক্ষ ৯৫ হাজার ট্যাবলেট। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে ব্যবহৃত ট্যাবলেটসমূহ Mobile Device Management (MDM) সফটওয়্যার ব্যবহার করে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এছাড়া মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতে গাজীপুর কালিয়াকৈরে স্থাপিত বাংলাদেশ ডেটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড (বিডিসিসিএল) এর TIER IV Security সমৃদ্ধ ডেটা-সেন্টার ব্যবহার করা হচ্ছে। মাঠ পর্যায় থেকে বিডিসিসিএল হয়ে বিবিএস সার্ভারে আসার পূর্ব পর্যন্ত সংগৃহীত সকল তথ্য-উপাত্ত encrypted অবস্থায় থাকবে যার মাধ্যমে ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা শতভাগ নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়াও একটি ওয়েবভিত্তিক Integrated Census Management System (ICMS) প্রস্তুত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে শুমারির যাবতীয় কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে। তাছাড়া এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম রিয়েল টাইম মনিটর করা হবে। সর্বোপরি, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের ফলে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ সহজতর হবে এবং স্বল্পতম সময়ে শুমারির প্রতিবেদন প্রকাশ সম্ভব হবে।

শুমারির তথ্য সংগ্রহের জন্য গড়ে ১০০টি খানা (Household) নিয়ে একটি গণনা এলাকা গঠন করা হয়েছে। প্রায় প্রতিটি গণনা এলাকার জন্য স্থানীয় শিক্ষিত যুবক/যুব মহিলা হতে ০১ (এক) জন গণনাকারী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। প্রতি ৫/৬ জন গণনাকারীর জন্য ০১ (এক) জন সুপারভাইজার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। গণনাকারী ও সুপারভাইজারদের কার্যক্রম তদারকির জন্য জোনভিত্তিক জোনাল অফিসার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যারা বিবিএস এর পাশাপাশি সরকারের অন্যান্য দপ্তরের নিয়মিত কর্মচারী। শুমারির গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে ০৬ (ছয়) স্তর বিশিষ্ট মনিটরিং ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়াও মাঠ পর্যায়ে সার্বক্ষণিক আইটি সাপোর্ট প্রদানের লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে আইটি সাপোর্ট টিম গঠন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, দেশের প্রথম ডিজিটাল শুমারির তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার পাশাপাশি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ডেটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড (বিডিসিসিএল) এর সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া ব্যানবেইস এর মাঠ পর্যায়ে কর্মরত আইটি জনবল এ শুমারির কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে।

শুমারির তথ্য-উপাত্তের গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে তিন ধাপে ০৪ দিন করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রথম ধাপে মনিটরিং কর্মকর্তা ও মাস্টার ট্রেইনারগণের (বিভাগীয় ও জেলা শুমারি সমন্বয়কারী) প্রশিক্ষণ বিবিএস সদর দপ্তরে; দ্বিতীয় ধাপে উপজেলা শুমারি সমন্বয়কারী, জোনাল অফিসার ও আইসিটি সুপারভাইজারগণের প্রশিক্ষণ জেলা পর্যায়ে এবং তৃতীয় ধাপে গণনাকারী ও সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণ ০২ পর্বে জোন পর্যায়ে (উপজেলা/পৌরসভা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড) অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও বিবিএস সদর দপ্তরে শুমারির একটি কল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে যা গত ৩০ মে ২০২২ হতে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা খোলা রয়েছে। **কল সেন্টারের নম্বর ০৯৬০২৯৯৮৮৭৭**। কল সেন্টারে ফোন করে সাধারণ জনগণের পাশাপাশি শুমারিতে নিয়োজিত বিভিন্ন স্তরের কর্মীগণ কারিগরি ও সাধারণ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে প্রয়োজনীয় সমাধান গ্রহণ করতে পারবেন।

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২-এ দেশের সকল জনসাধারণ-কে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে ভাষণ প্রদান করেছেন, যা ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে এবং শুমারি চলাকালে সকল মোবাইল/সেলফোন গ্রাহকদেরকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র ভয়েস কল (OBD) প্রেরণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি) এর মাধ্যমে দেশের সকল টেলিকম অপারেটরের সহায়তায় গ্রাহকগণের মোবাইলে একাধিকবার শুমারি বিষয়ক ক্ষুদেবার্তা (এসএমএস) পর্যায়ক্রমে প্রেরণ করা হচ্ছে। প্রচারের অংশ হিসেবে শুমারি চলাকালীন TV স্ক্রলিং, Television Commercial (TVC), Radio Commercial (RDC), Public Service Announcement (PSA), ডকুড্রামা, জিঙ্গেল ইত্যাদি টেলিভিশন ও বেতারে সম্প্রচারের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ও পত্রিকায় বিজ্ঞাপন আকারে নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে। এছাড়াও প্রথাগতভাবে র‍্যালি, মাইকিং, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

শুমারি একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। দেশের প্রকৃত আর্থসামাজিক ও জনমিতিক তথ্যের সবচেয়ে বৃহৎ উৎস হলো এই শুমারি। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, রূপকল্প ২০৪১, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনসহ অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণে 'জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২' এর তথ্য-উপাত্ত অপরিসীম ভূমিকা পালন করবে। সকলকে এই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হলো।

লেখক: মো: দিলদার হোসেন, প্রকল্প পরিচালক, জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১ আষাঢ় ১৪২৯
১৫ জুন ২০২২

বাণী

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ১৫-২১ জুন, দেশব্যাপী ষষ্ঠ 'জনশুমারি ও গৃহগণনা' পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে জেনে আমি আনন্দিত। এবারই প্রথম ডিজিটাল পদ্ধতিতে Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI)-এর মাধ্যমে দেশের সকল গৃহ ও ব্যক্তির তথ্য সংগ্রহ করা হবে যা দ্রুততম সময়ে শুমারির প্রতিবেদন প্রকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহান মুক্তিযুদ্ধের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা পরিবীক্ষণে পরিসংখ্যানের অপরিহার্য গুরুত্ব অনুধাবন করে ৪টি পৃথক পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠানকে একীভূত ও সুসমন্বিত করে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে বিবিএস-এর সার্বিক কর্মকাণ্ড সমন্বয়ের জন্য ১৯৭৫ সালে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রতিষ্ঠা করা হয় 'পরিসংখ্যান বিভাগ', যার বর্তমান নাম 'পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ'।

পরিসংখ্যান একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির পরিমাপক। আমি বিশ্বাস করি, টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সঠিক, নির্ভরযোগ্য এবং সময়োপযোগী পরিসংখ্যান ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। আওয়ামী লীগ সরকার সকলক্ষেত্রে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য গ্রহণযোগ্য ও মানসম্পন্ন পরিসংখ্যান সংগ্রহ এবং প্রকাশ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তথ্য-উপাত্ত প্রক্রিয়া ও পরিজ্ঞাত করণে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে চাহিদা মাফিক উপাত্ত সরবরাহ এবং পরিসংখ্যান বিষয়ক কার্যক্রম সময়োপযোগী ও ত্বরান্বিত করণে আমাদের সরকার সর্বদা সচেষ্ট। জাতীয় পরিসংখ্যানিক ব্যবস্থাকে আইনগত ভিত্তি প্রদানের জন্য 'পরিসংখ্যান আইন-২০১৩' প্রণয়ন করা হয়েছে।

জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত জনশুমারি ও গৃহগণনা বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল দেশে পরিচালিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় পরিসংখ্যানিক কার্যক্রম। বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশে পরিণত করার মাধ্যমে মানুষের সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধনই আমাদের মূল লক্ষ্য। আমি আশা করি, 'জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২' হতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত জাতীয় সম্পদের সুষম বণ্টন, নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মানবসম্পদ উন্নয়ন, মানসম্মত শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নসহ অন্যান্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণে যথাযথ ভূমিকা পালন করবে। তাই শুমারিকর্মীগণকে সঠিক তথ্যপ্রদান ও তথ্যসংগ্রহ কার্যক্রমে সকল প্রকার সহযোগিতা করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আমি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি প্রথম ডিজিটাল 'জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) কর্তৃক 'জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২' এর তথ্যসংগ্রহ কার্যক্রম **১৫-২১ জুন, ২০২২** দেশব্যাপী প্রথমবারের মতো CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) পদ্ধতিতে ট্যাবলেট ব্যবহার করে পরিচালিত হবে। এ উপলক্ষ্যে ক্রোড়পত্র প্রকাশের উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বপ্নের সোনার বাংলার সার্থক সফল রূপায়নে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্যকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর সুদক্ষ, বিচক্ষণ ও গতিশীল নেতৃত্বে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশের মর্যাদায় আসীন করতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রতিনিয়ত সঠিক ও সময়োপযোগী তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করে আসছে।

'পরিসংখ্যান আইন ২০১৩' প্রণয়নের মাধ্যমে দেশের পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে আইনগত ভিত্তি প্রদান করা হয়েছে। এই আইনে ১০ বছর পর পর পরিচালিত আদমশুমারিকে 'জনশুমারি' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। জনশুমারি ও গৃহগণনা এর মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল নাগরিকের জনমিতিক ও আর্থসামাজিক তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ করা হবে। বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে ডিজিটাল পদ্ধতিতে জনশুমারি ও গৃহগণনা পরিচালনার উদ্যোগ অত্যন্ত সময়োপযোগী যা সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। বিভিন্ন প্রচার কার্যক্রমের মাধ্যমে 'জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২'-এর সপ্তাহব্যাপী তথ্যসংগ্রহ কার্যক্রমে সহায়তা করার জন্য দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। আশা করি এ উদ্যোগের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক হবে।

পরিশেষে, 'জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২'- এর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

এম. এ. মান্নান এমপি

প্রতিমন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগাধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উদ্যোগে 'জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২' প্রথমবারের মতো CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) পদ্ধতিতে আগামী **১৫-২১ জুন, ২০২২** সময়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা (NSO) হিসেবে নিয়মিতভাবে সরকারি পরিসংখ্যান প্রণয়ন ও প্রকাশ করে থাকে। একটি দেশের খানাভিত্তিক আর্থসামাজিক ও জনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ জানার সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মাধ্যম হলো শুমারি। স্বাধীন বাংলাদেশের ১ম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৪ সালে এবং ২য় আদমশুমারি ও গৃহগণনা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮১ সালে। দশ বছর পর্যাবৃত্তি অনুসরণপূর্বক দেশের ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম আদমশুমারি ও গৃহগণনা যথাক্রমে ১৯৯১, ২০০১ ও ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরিসংখ্যান আইন ২০১৩ অনুযায়ী আদমশুমারিকে 'জনশুমারি' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

বর্তমান সরকারের কাঙ্খিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সঠিক পরিসংখ্যান আগামী দিনের হাতিয়ার। 'জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২' এর মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার চিত্র উঠে আসবে যা ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করি।

CAPI পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে শুমারি সংক্রান্ত সকল প্রতিবেদন স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রকাশ করা সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস। তাই সরকারের এই বৃহৎ পরিসংখ্যানিক কর্মকান্ডে নির্ভুল তথ্য প্রদানের জন্য দেশের আপামর জনসাধারণকে উদাত্ত আহ্বান জানাই।

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২- এর তথ্যসংগ্রহ কার্যক্রমের সফলতা প্রত্যাশা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

ড. শামসুল আলম

সচিব
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাণী

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২' প্রথমবারের মতো ডিজিটাল পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই বৃহৎ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন একটি দেশের উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। পরিকল্পনা প্রণয়নে সঠিক পরিসংখ্যানের ব্যবহার নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকার ২০১০ সালে পরিসংখ্যান বিভাগ পুনঃপ্রতিষ্ঠাসহ একে সম্প্রসারণ করে ২০১২ সালে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে রূপান্তর করে। এতে পরিসংখ্যানের সাথে তথ্যপ্রযুক্তির নিবিড় সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ দেশের পরিসংখ্যান কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয়, আঞ্চলিক ও ক্ষুদ্র